দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 12 FEB 2015
পৃষ্ঠা ৮ কলাম 03

প্রসঙ্গ গণিত শিক্ষা ও শিক্ষকদের মান

একটি দেশ সর্বতোভাবে উন্নতির শিখরে পৌঁছাইয়া থাকে তাহার শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর মেধা ও মননের নেতৃত্বে। প্রশ্ন হইল, আগামী প্রজন্মের যাহারা সেই নেতৃত্বের স্থানে আসিবেন, তাহারা কতোটা উপযুক্ত শিক্ষা লইয়া বড় হইতেছেন? প্রশ্নটি প্রকট হইয়া দেখা দিয়াছে এই কারণে যে, একটি আন্তর্জাতিক সংস্থার প্রতিবেদনে দেখা গিয়াছে—তৃতীয় বিশ্বের অনেক দেশের তুলনায় গণিত শিক্ষা ও শিক্ষকের মানের দিক হইতে আমরা পিছাইয়া আছি। বিশ্বব্যাংক প্রকাশিত গত বৎসরের শিক্ষাবিষয়ক পর্যবেক্ষণ প্রতিবেদনে বলা হইয়াছে, যে সকল শিক্ষার্থীর শিখিবার মাত্রা নিম্নমানের, তাহাদের মধ্যে শিক্ষা সমাপ্ত না করিয়াই ঝরিয়া পড়িবার ঝুঁকি অধিক দেখা যায়। বাংলাদেশে অষ্টম শ্রেণির ৫৬ শতাংশ শিক্ষার্থী বাংলা ও ইংরেজি বিষয়ে, এবং ৬৫ শতাংশ গণিতে নির্ধারিত দক্ষতা অর্জন করিতে ব্যর্থ হইতে দেখা গিয়াছে। বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরাম ২০১৩ সালের গ্লোবাল ইনফরমেশন টেকনোলজি প্রতিবেদনেও বলিতেছে—বাংলাদেশে গণিত শিক্ষার মান আন্তর্জাতিক গড় স্তর হইতে বেশ নীচে—১৪৪টি দেশের মধ্যে ১১৩তম!

গণিত হইল বিজ্ঞান শিক্ষার মাতৃস্বরূপ, সকল বিজ্ঞান-প্রযুক্তি ও কারিগরি শিক্ষা গণিত ব্যতীত কল্পনা করা যায় না। ইহা সকলেই অনুধাবন করিতে পারেন যে, আগামী সময়ের অর্থনীতি-সমাজনীতি হইতে শুরু করিয়া সকল কিছুর সহিত ক্রমশ গভীরভাবে জড়াইয়া যাইতেছে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি। অর্থনীতিরও মূল চালিকাশক্তি হইবে বিজ্ঞানশিক্ষিত মানবশক্তি। সেইক্ষেত্রে ক্রমাগতভাবে গণিত শিক্ষার মানোন্নয়ন করা সম্ভবপর না হইলে উন্নয়নের নিম্নস্তরেই পড়িয়া থাকিতে হইবে দেশকে। বিশ্বব্যাপী গবেষণায়ও দেখা গিয়াছে, ১৫ বৎসর বা তদূর্ধ্ব বয়সের স্কুল পাস করাদের গণিতে পারদর্শিতার সঙ্গে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র রহিয়াছে। সুতরাং জ্ঞানভিত্তিক ও দক্ষ কর্মী তৈরি করিতে সর্বাগ্রে প্রয়োজন প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তরে উন্নতমানের শিক্ষা। বাংলা, গণিত ও ইংরেজি শিক্ষার দুর্বলতার নেপথ্যে কতটা ছাত্রদের অক্ষমতা আর কতটা শিক্ষাদানের ত্রুটি দায়ী, তাহার যথাযথ বিশ্লেষণ প্রয়োজন। শিক্ষকের বা প্রতিষ্ঠানের ত্রুটি আছে কিনা, তাহাও অনুসন্ধান করিয়া দেখিতে হইবে।

অন্যদিকে শিক্ষকতা নেহায়েতই একটি পেশা নহে, ইহা এক ধরনের ব্রত। একই সঙ্গে শিক্ষণ-শিখন কার্যক্রমকে উন্নত ধরনের শিল্পও বলা যাইতে পারে। আনন্দের সহিত শিক্ষাদান বহু পুরনো কথা হইলেও আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় তাহার অভাব এখনও প্রকটভাবে পরিদৃষ্ট হয়। গণিত কতটা চিত্তাকর্ষক হইতে পারে, কতটা মজার সহিত গণিতকে আত্মস্থ করানো যায়, তাহার উপযুক্ত শিক্ষকের অভাবও গণিত-ভীতির বড় কারণ। গণিতের বাহ্যত কঠিন পাঠ্যসূচি ও পঠন অনেক ক্ষেত্রেই শিক্ষার্থীদের ভীতির কারণ হইতে পারে। কোনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে গণিত শিখাইবার অত্যন্ত উপযুক্ত শিক্ষক থাকিলে দেখা গিয়াছে সেখানকার শিক্ষার্থীদের গণিত-ভীতিও তুলনামূলক কম। বাংলা ও ইংরেজি শিক্ষার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য। সুতরাং গণিত বিষয়ে আমাদের শিক্ষার্থীদের দুর্বলতা বা ভীতি এবং তাহাতে শিক্ষাকার্যক্রম হইতে ঝরিয়া পড়িবার নেপথ্য অন্যসকল কারণ অনুসন্ধান করিয়া উপযুক্ত পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক।